দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

জেলা শহরে বাংলা একাডেমির বিক্রয় কেন্দ্র

এ, বি সিদ্দিকী

এতদিনে বাংলা একাডেমি এল ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে। সুখবর হলেও জাতির ইতিহাসে এটা কম দুঃখের নয়। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর। শুধু রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনাতে কেন দেশের জেলা শহরগুলো ছাড়াও অন্যান্য স্থানে বাংলা একাডেমির প্রকাশনা সুলভে পৌছা-বার জন্য বিক্রয় কেন্দ্র ইতিপূর্বেই খোলা দরকার ছিল।

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, বাঙালী জাতীয়তার চেতনা, এ দেশের মানুষের অন্তরের শিকড়ের সংগে গ্রথিত বাংলা একাডেমি। এ প্রতিষ্ঠানটি বাঙালীর অহংকার। এর সম্পর্ক আমাদের চেতনার সংগে, আমাদের অতীত ইতিহাসের সংগে, যে বাংলা একাডেমি লালন করার দায়িত্ব নিয়েছে আমাদের কৃষ্টি কালচার ঐহিত্যকে সেই বাংলা একাডেমি কি এ দেশের মানুষের নিকট সুপরিচিত? মনে হয় না। এ প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা কি সহজলভ্য? মোটেই না।

ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা একাডেমি মনে হয় বিচ্ছিন্ন একটি সংস্থা। অথচ তা তো হবার কথা ছিল না। বাংলা একাডেমির বয়স ৩৭ বছর। এই দীর্ঘ দিনে খুব বেশি হয়তো জাতীয় এ প্রতিষ্ঠানটি করতে পারেনি; কিন্তু তিন হাজার প্রকাশনা গরীব এ দেশের প্রেক্ষাপটে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়। এ খবরই ক'জনা জানে?

এ দেশের গ্রামে গঞ্জে শহরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব। যারা নীরবে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা করে। যাদের চেতনায় এই প্রকাশনা অনন্য। তারা কি সবাই জানে বাংলা একাডেমির প্রকাশনা কি কি?

বিগত দিনে কিছু বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তি বাংলা একাডেমির দায়িত্বে থাকলেও তারা ছিলেন খ্যাতিযশা শিক্ষাবিদ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দেশের বিশিষ্ট গল্পকার, প্রাবন্ধিক, কবি, শিল্পী, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী প্রমুখের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই বাংলা একাডেমির প্রকাশনা।

বাংলা একাডেমি প্রতি বছর পুরস্কৃত করছে এ দেশের অসংখ্য গুণীজনকে। গুণীজনের মর্যাদা না দিলে সমাজ এগুবে কি করে? এ দায়িত্ব নিয়েছে বাংলা একাডেমি। অথচ এর কোন শাখা নেই ঢাকার বাইরে। মাত্র হাতে গোনা চারটি বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হল স্বল্প পরিসরে সম্প্রতিকালে।

শিক্ষিত মহল বাংলা একাডেমি শব্দটির সংগে পরিচিত হলেও এর কর্মকান্ডের সংগে পরিচিত মাত্র হাতে গোনা কিছু সুধীজন, বিজ্ঞজন। দেশের সমগ্র মানুষের সংগে তুলনা নাইবা করলাম শিক্ষিত আধা- শিক্ষিত এই সাড়ে চব্বিশ ভাগ মানুষের ক'জনার কাছে রয়েছে এর পরিচিতি।

তমাসাচ্ছন্ন জাতির সামনে বাংলা একাডেমি হতে পারে আলোক বর্তিকা। শুধু দেশের আনাচে- কানাচে নয় সাড়া বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থাকতে পারে এর শাখা। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণথেকে নয়, এ জাতিকে, এ জাতির ঐতিহ্যের, ইতিহাসকে পৌছে দিতে পারে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সুদূর আঙ্গিনায়।

বাংলাদেশের বাইরে বাংলা বলতে ভারতীয় বাংলাই বুঝানো হয়। বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষতায় যেন ভারাই একমাত্র কৃতিত্বের দাবিদার। আসলে তা তো নয়। এ দেশের অতীত ইতিহাস শিল্পকলা সাহিত্য সমৃদ্ধের ইতিহাস। এ দেশের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে অসংখ্য কবি, শিল্পী, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, বিজ্ঞানীকে, যাঁদের পরিচিত করার দায়িত্ব নিতে পারে বাংলা একাডেমি।

বলা হয় বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল।

বাংলা একাডেমির দায়িত্ব যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার উন্নয়ন সমৃদ্ধি প্রসার ঘটানো হয়; বাংলা একাডেমির দায়িত্ব যদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল স্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়; জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায়, উচ্চতার শিক্ষা পর্যায়ে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়, বাংলা ভাষার অভিধান, বিশ্বকোষ, গ্রন্থপঞ্জী ও সহায়ক গ্রন্থ রচনা, সংকলন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি জ্ঞান-চর্চাকে বাংলাদেশের বাইরে প্রচার ও পরিচিত করানো এবং বিদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার সংগে বাংলাদশের মানুষের পরিচিতির উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্ব যদি বাংলা একাডেমিকে দেয়া হয় তাহলে এর প্রসার আরও দ্রুত হওয়া দরকার ব্যাপকভাবে। বাংলা একাডেমিকে পরিচিত করা দরকার ঘরে ঘরে।

বাংলা একাডেমি কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, গবেষণা, নাটক, শিশু সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য বিজ্ঞান ভিত্তিক পুস্তক শুধু প্রকাশই করছে না, পুরস্কৃত করছে গুণীজনকে। বাংলা একাডেমি গবেষণা বৃত্তি প্রদান করছে তরুণ গবেষকদের, বাংলা একাডেমি এ দেশের হাজার বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত লোকসংগীত সংগ্রহ ও দলিলীকরণ করার দায়িত্ব নিয়েছে। অমর একুশ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজন করছে গ্রন্থ মেলার, আয়োজন করছে বাংলা নববর্ষে লোকসংস্কৃতিভিত্তিক বৈশাখী মেলার, প্রবর্তন করা হয়েছে বাংলা একাডেমি বক্তৃতামালা। বাংলা একাডেমি স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম ও মৃত্যু দিবস, মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু দিবস, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও কবি জসীম উদ্‌দীনের মৃত্যুদিবস, ঈদে, মিলাদুন্নবীসহ আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন করে বছরের বিভিন্ন সময়- এই সবই ঢাকা কেন্দ্রিক। বাংলা একাডেমির যে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার তাও শুধু ঢাকাবাসীদের জন্যই।

ঢাকাকেন্দ্রিক এই বাংলা একাডেমিকে ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের সর্বত্র। উল্লিখিত অনুষ্ঠান ছাড়াও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যা-লয়, চাকরিজীবী ও শিক্ষিত আধা-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর চেতনায় শিক্ষার দ্যুতি ছড়াবার দায়িত্ব নিতে হবে বাংলা একা-ডেমিকে নতুন নতুন কর্মসূচীর মাধ্যমে। আমাদের দেশের শিল্প-সংস্কৃতি- সাহি-ত্যের সমৃদ্ধকে উন্মোচন করতে হবে সবার কাছে, তবেই তো গর্বিত এ জাতি উন্নয়নের দিকে ধাবিত হবে।